সংবাদ

তারিখ ··21 JUL 2017······
পৃষ্ঠা ···১১··· কলাম····১······

খাগড়াছড়িতে দুই বছর ধরে ঝুলে ৩৫৮ শিক্ষক নিয়োগ!

প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তারিত শিক্ষা বিভাগ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়োগ বাণিজ্য, কোটা ও নিয়োগ কমিটির দুই. সদস্য হত্যা মামলার আসামী হওয়ায় দীর্ঘ দুই বছর ধরে ঝুলে আছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত প্রক্রিয়া। পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয় গুলোতে সৃজনকৃত ও কন্যাপদে শিক্ষক নিয়োগে ২০১৫ সালে ৩৫৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। রাজনৈতিক কোটা, জাতিগত সম্প্রদায় ভিত্তিক কোটা ও নিয়োগ বাণিজ্যের টাকা ভাগ বাটোয়ারা দ্বন্দ্বে এত দিন ঝুলে ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়া। তন্মধ্যে নতুন করে যোগ হয়েছে নিয়োগ কমিটির দুই সদস্য হত্যা মামলার আসামী হওয়ায়। এতে করে দুইবার লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে তা বাতিল করতে হয়েছে পার্বত্য জেলা পরিষদ। বারবার সময় পেছানোর কারণে সরকারি চাকরির বয়স সীমা শেষ হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন অনেক চাকরি প্রত্যাশী। সরকার শিক্ষিত বেকারত্ব দূরিকরণে সৃষ্টি করার লক্ষে কর্মসংস্থানে উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন সরকারি অফিসে সংস্থাপন ও পার্বত্যবিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্রুত নিয়োগের ছাড়পত্র ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও আজো নিয়োগ করতে না পারায় তরুণ-তরুণীদের মাঝে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরীর আওয়ামী লীগ সমর্থিত সংসদ সদস্যের মনোনয়ন পাওয়ার গুঞ্জন চলছে জেলা জুড়ে। এতে করে বর্তমান সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরার সঙ্গে চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক বৈরী দূরত্ব তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত ১১সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দুই সদস্য (পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য খোকনেশ্বর ত্রিপুরা ও মংসুইপ্রু চৌধুরী অপু) গত ১১ মে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নুনছড়ি এলাকায় পিতা-পুত্র হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামী। খোকনেশ্বর ত্রিপুরা হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই পলাতক রয়েছেন। এতে করে নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে প্রস্তুতিমূলক সভা করতে পারছেনা দায়িত্ব কমিটি সদস্যরা। পাশাপাশি রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ প্রত্যাশীদের কোটা নির্ধারণ, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের কোটা, জাতিগত সম্প্রদায় ভিত্তিক কোটা (বাঙালি, চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা) নির্ধারণে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিভিন্ন নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা গ্রহণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব জটিলতা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ থাকায় পরিষদ দু'বার লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করেও বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সূত্র জানায়, ২০১৫ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ৩৫৮টি পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যার অনুকূলে প্রায় ৩ হাজার ৫শ' আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু ২০১৩ সালে প্রকাশিত ৭৮টি পদে নিয়োগের বিষয়ে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় তা স্থগিত হয়ে পড়ে। গতবছরের নভেম্বরে জটিলতা শেষ করে ৭৮ জন শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর ২০১৫ সালের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম শুরু করে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করতে দু'বার তারিখ নির্ধারণ করেও অনিবার্য কারণ দেখিয়ে তা স্থগিত করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের প্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে এক নেতার মাধ্যমে সাত লাখ টাকায় চাকরি নেয়ার কথা ঠিক হয়। চাকরি পাওয়ার নিশ্চিয়তা থাকায় অন্য কোথাও আবেদনও করিনি। এখন সরকারি চাকরি করার বয়স সীমা শেষ পর্যায়ে। মাটিরাঙার মো. নুরুজ্জামান জানান, প্রবেশ পত্র হাতে পাওয়ার পর মাটিরাঙা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী এক নেতার হাতে জমি বিক্রি করে আট লাখ টাকা তুলে দিই। এখন চাকরিও হচ্ছে না আর টাকাও ফেরত পাচ্ছি না। খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জহির উদ্দিন ফিরোজ জানান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত অধীনে হওয়া প্রতিটি নিয়োগে রমরমা ঘুষ বাণিজ্য চলে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনেক প্রার্থীর কাছ থেকে আট-নয় লাখ টাকা করে ঘুষ নেয়া হয়েছে বলে শুনেছি। টাকা দেয়ার পরও অনেক চাকরি পাচ্ছে না। অনেকের চাকরির বয়স সীমা চলে যাচ্ছে। এতে করে আওয়ামী লীগ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দ্রুত লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চান তিনি। শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা মেহের ইয়াসমিন জানান, জেলায় ৪ শতাধিকের মতো শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এতে করে শিক্ষার মান খুব নাজুক অবস্থায় বিরাজ করছে। পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষা ন্যস্ত হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি তাদের হাতেই। পরিষদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বললে তা জানতে পারবেন।

খাগড়াছড়ির ২৯৮ নং সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা জানান, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বার বার স্থগিত হওয়ার কারণ সর্ম্পকটি মোটেই ভালো কাজ নয়। বর্তমান সরকার ভিশন ২০২০ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নতুনত্ব তরুণ প্রজন্মকে বেশি করে কাজে লাগাতে হবে। পাজেপ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি একটি অনুষ্টানের ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়ায় মানুষত্ব মানবতাবোধ ও ন্যূনতম কাজের অবহেলা বিরক্তিকর মন্তব্য করেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী কোটা ও আর্থিক লেনদেনের কথা অস্বীকার করে জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঝড়ে পড়া শিশু ও মাতৃভাষা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোনয়নে পার্বত্য জেলা পরিষদ অনন্য অপরিসীম ভূমিকায় কাজ করছে।